অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি, উন্নতদর্শন। ছয় ফুট দুই ইঞ্চির দীর্ঘ দেহ, সবল পেশী, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। ছেলেবেলায় সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের কঠোর শাসনে শরীরচর্চার জন্য তাঁকে লড়তে হয়েছে কুস্তি।

শোনা যায় তিনি সাঁতরে পদ্মানদী পার হতেন। জমিদারীর প্রয়োজনে তাঁকে ঘোড়াও চালাতে হতো। এমন মজবুত শরীরে অসুখ সহজে বাসা বাধতে পারেনি। কবি নিজেই বলেছেন তাঁর শরীর ছিল একগুঁয়ে রকমের ভাল। কিন্তু কালের অমোঘ নির্দেশে বার্ধক্যে জরা এসে আক্রমণ করেছিলো ঐ আনন্দকান্তি শরীরকে।

Rabindranath possessed good health. He had a good physique was handsome, 6ft. 2inches tall with sturdy muscles and solid personality. He was brought up under the strict discipline of his third eldest brother Hemendranath and had to take up wrestling for building his body.

It has been said that he could swim across the Padma river back and forth. He even had learnt horse riding due to necessity during his Zamindari work.

Illness never pervaded his strong health and Tagore himself has claimed that his health has been the best for most of his life, but the infallible advent of time attacked his amazing health one day.

Dr. Nilratan Sarkar

Poet, with ashramites of Santiniketan. From L to R- Nandalal Bose, Krishna Kripalani, Sudhakanta Roychoudhury, Suren Kar, Anil Chanda, Hazari Prasad Dvibedi, Tan-Yun-San, Sailaja Ranjan Majumder, Kshitimohan Sen

Poet in a jovial mood

মৃত্যুঞ্জয়ী রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর প্রথম পদধ্বনি শুনেছিলেন ছিয়াত্তর বছর বয়সে। দিনটা ছিল ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ সাল। শান্তিনিকেতনে সকলের সাথে কথা বলতে বলতে কবি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। 'ইরিসিপ্ল্যাসের' আকস্মিক আক্রমণে প্রায় পঞ্চাশ ঘন্টা অচৈতন্য অবস্থায় কবি থাকেন। একই সঙ্গে আক্রান্ত হন প্রস্টেট ও কিডনির গুরুতর অসুখে।

''কখন মূর্চ্ছা এসে আক্রমণ করল কিছুই জানিনে। রাত ন'টার সময় সুধাকান্ত আমার খবর নিতে এসে আবিষ্কার করলে আমার অচেতন দশা, পঞ্চাশ ঘন্টা কেটেছে অজ্ঞান অবস্থায়, কোনো রকম কষ্টের স্মৃতি মনে নেই। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে রক্ত নিয়েছে, গ্লুকোজ শরীরে চালনা করেছে,কিন্তু আমার কোনো ক্লেশবোধ ছিল না। জ্ঞান যখন ফিরে আসছিল তখন চৈতন্যের আবিল অবস্থায় ডাক্তারদের কৃত উপদ্রবের কোনো অর্থ বুঝে পারছিলুম না।'' (হেমন্তবালা দেবীকে লেখা কবির চিঠি)

তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকারের নেতৃত্বে একদল ডাক্তার কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে এসে সেবারের মতো কবিকে সারিয়ে তোলেন। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হওয়া কবির পক্ষে আর ইহজীবনে সম্ভব হয়নি। বস্তুত, তখন থেকেই রোগযন্ত্রণা তাঁর নিত্যসঙ্গী। ভাঙ্গা স্বাস্থ্য আর কখনই জোড়া লাগেনি। প্রায়শই ভুগেছেন প্রস্টেট, কিডনির ব্যাধিতে। যার আনুষঙ্গিক উপসর্গ ছিল জ্বর, শরীর ও মাথার যন্ত্রণা, অনিদ্রা, মূত্রাশয়ে কষ্ট, বুক ব্যথা, খাবারে অরুচি।

কলকাতার ডাক্তাররা চলে যেতেই দুই সপ্তাহের মধ্যে কবি সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং আবার কাজে মন দিলেন। এই রকম আশ্চর্য্য ছিল তাঁর জীবনশক্তি।

Invincible Rabindranath first heard the footsteps of death at the age of 76. The day was 10th september1937. He suddenly fainted while talking to some people. He was unconscious for almost fifty hours under the sudden attack of "Erysipelas". He was also suffering from acute prostate and kidney problem simultaneously.

In his letter to Hemantabala Devi the poet has written "***I do not know when I fell unconscious. Sudhakanta came to enquire about my well being at 9 pm and found me unconscious. Fifty hours have passed in that unconscious state but I cannot recall any kind of difficulty. In the mean time doctor had withdrawn blood and introduced glucose but I did not realize anything. When I regained consciousness I could not understand the meaning of the torture the doctors were doing on me in my frail condition.***"

Under the able leadership of highly reputed and renowned doctor of that time Sir, Nilratan Sarkar, a team of doctors came from Kolkata to Santiniketan and cured the Poet for the time being. But it was not possible to cure him completely during his life time.

Later the poet expressed his experience by saying "I have come back from the cave of death to life . Whatever main resource I have come with to this earth and the mental energy required seems insufficient to carry out my work and most of the energy has diminished totally." In reality since then ill health has befriended him. His broken health condition could never be mended. Quite often he suffered problems related to prostate and kidney and other chronic ailments included fever, headache, chest pain, urinary bladder and lack of appetite.

Two weeks after the doctors from Kolkata left the poet recovered and started concentrating on his work. So astonishing was his vitality.

Pandit Jawaharlal Nehru, Poet & Tan-Yun-San

At Maitrayee Devi's residence in Mongpu

Inauguration ceremony of Mahajati Sadan. Poet with Sarat Bose, Subhash Chandra Bose, Pratima Devi, Suren Kar and others.

Reception of Mahatma Gandhi and Kasturba Gandhi at Santiniketan

ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় এরপর কবিকে দেখা যায় বারংবার ছুটে যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকায়। কখনো কালিম্পঙ্ কখনো বা মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি হিসাবে মংপুতে। পাশাপাশি লিখে চলেছেন 'সেঁজুতি','নবজাতক','সানাই', 'খাপছাড়া 'র কবিতা ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। বিরাম নেই গান রচনার ও ছবি আঁকার। শরীর ও মন অবসন্ন তবু স্বদেশ ও বিদেশের নানা সমস্যা-সংকট সমাধানের পথ খোঁজার কি ব্যাকুলতাই না কবির মনে। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে ডেকে সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের সূত্র খোঁজেন।

এরই মাঝে ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনে এলেন গান্ধীজী সঙ্গে স্ত্রী কস্তুরবা।

কবি নিজে তাদের বিশেষ ভাবে স্বাগত জানালেন আম্রকুঞ্জে। কখনো দেখা যায় কবি সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের শিলান্যাস করছেন। কখনো বা ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করছেন মেদিনীপুরে। কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে কখনো যাচ্ছেন বাঁকুড়া কখনো বা সিউড়ি।

Expecting a recovery from his frailing health the poet was seen repeatedly going to the hills of the north east sometimes to Kalimpong or staying as a guest at Maitrayi Devi's house at Mongpu. He kept on writing "Sejuti", "Naba Jatak", dance drama "Shyama" side by side. There was no end to composing songs and paintings. The eagerness of body and mind was exhausted but sorting out problems of our country were pre dominant in the poet's mind. Jawaharlal Nehru and Subhas Ch. Bose were called to Santiniketan to solve the contemporary political situation.

Amidst this in the year 1940 Gandhiji came to Santiniketan along with his wife Kasturba, the poet especially welcomed them to "Amrakunja". The poet could be seen laying the foundation stone for Mahajati Sadan which was planned by Subhas Ch. Bose or inaugurating Vidyasagar Smriti Mandir in Midnapur with his frailing health. He could also been seen travelling to Bankura and Sewri on duty.

Poet with attendant Banamali

Poet with daughter-in-law Pratima Debi

with secetary Sacchidananda Roy

Poet with Rani (Nirmalkumari) Mahalanabish

Poet with Lady Ranu Mookherjee

Rabindranath Tagore with Santidev Ghosh

১৯৪০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। কবি তখন কালিম্পঙে, সঙ্গে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, ভৃত্য বনমালী এবং সচিব সচ্চিদানন্দ রায়। পুত্র রথীন্দ্রনাথ তখন জমিদারী তদারকীর কাজে পূর্ববঙ্গে। আকস্মিক ভাবে নিদারুণ রকমভাবে পীড়িত হয়ে পড়লেন কবি। জ্ঞান হারালেন মূত্রাশয়ের পীড়ায়। ইউরিন বন্ধ। ইউরোমিয়ার লক্ষণ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। দার্জিলিং-এ ইংরেজ সিভিল সার্জেন এর দেওয়া অপারেশনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে প্রতিমা দেবী শেষ পর্যন্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরামর্শে, কলকাতার একদল চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে কবিকে ফিরিয়ে আনেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে। এই অসম্ভব কাজটি সেদিন সম্ভব করেছিলেন ডঃ সত্যসখা মৈত্র, ডঃ অমিয় বসু, ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। দোতলার পাথরের ঘরে তাঁকে এনে তোলা হল। কয়েকটা দিন ঘোর আশঙ্কায় কাটে। কবির শরীরের নানা গ্লানি; জ্বরের প্রকোপ তো আছেই। তা সত্ত্বেও বাইরের খবর বিশেষ করে যুদ্ধের খবরে বিচলিত হয়ে পড়েন। ছটফট করেন মনের ভাব প্রকাশের জন্য। প্রশান্ত মহলানবিশকে ডেকে একদিন জানিয়ে দিলেন যুদ্ধ কবলিত চিনের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা।

সেবারে, স্যার নীলরতন সরকার এবং ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের চিকিৎসায় সাময়িক ভাবে আরোগ্য লাভ করলেন কবি। তখন থেকেই তাঁকে ঘিরে থাকতে লাগলেন সেবক সেবিকার দল। যাদের তদারকিতে থাকতেন সুরেন্দ্রনাথ কর। ওই দলে ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনেরা - রানী চন্দ, রানী মহলানবিশ, অমিতা ঠাকুর, মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীমতি ঠাকুর, নাতনি নন্দিতা কৃপালিনী, অনিল চন্দ, সুধাকান্ত রায়, সচ্চিদানন্দ রায়, বিশ্বরূপ বসু, বীরেন্দ্রমোহন সেন, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ।

এদের কাজ ছিল:-

● চার্ট লেখা, ইউরিন মাপা, শরীরের তাপের মাপ নেওয়া। ● ঔষধ, গ্লুকোজ ও হরলিকস খাওয়ানো।● বারবার ইউরিন পরিস্কার করানোয় সাহায্য করা।

কবি জোড়াসাঁকোয় থাকেন ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত। তখনও কবি নিজে বায়োকেমিক ঔষধ হাতের কাছে রাখতেন ও নিজেই তা সেবন করতেন। এছাড়া মাঝে মাঝে কবিরাজ দক্ষিণারঞ্জন রায়ও কবিকে দেখতে এসে কিছু পথ্যি ও ঔষধ গ্রহণের পরামর্শ দিতেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এল - ৮০ বছরের ভাইকে ফোঁটা দিতে এলেন একমাত্র জীবিত দিদি বর্ণকুমারী। গৌরবর্ণ একখানি শীর্ণহাতে শীর্নতর আঙুলে চন্দন নিয়ে গুরুদেবের কপালে কম্পিত হস্তে এঁকে দিলেন ভাইফোঁটা - শেষবারের মতো। নিত্য শরীরের আনুপঙ্খিক রোগ বিবরণ লিখে রাখার কাজ করে যান চিকিৎসকের দল।

15th September 1940. The poet was then in Kalimpong with his daughter-in-law Pratima Debi, attendant Banamali and secretary Sacchidananda Roy. His son Rathindranath was then in East Bengal looking after the zamindari.

Suddenly the poet fell terribly ill. He lost consciousness due to the pain in his urinary bladder. He could not pass urine. The symptoms of urea was very clear. The suggestion of operation given by the English Civil Surgeon at Darjeeling was turned down by Pratima debi and at last on the advice of Prasanta Chandra Mahalanobis a team of doctors from Kolkata brought the poet back to Kolkata Jorasanko house on 29th September. This impossible task was achieved by Dr. Satyasabha Mitra, Dr Amiya Basu, Dr. Jyotiprakash Sarkar and Prasanta Chandra Mahalanobis. The poet was taken to the marble floored room on the first floor. A few days passed with great apprehension.

At that time the poet recovered temporarily under the treatement of Sir Nilratan Sarkar and Dr. Bidhan Chandra Roy. Since then he was always surrounded by helpful attendants both male and female. Surendranath Kar was the supervisor of these attendants. This group comprised of close loved ones of the poet Rani Chanda, Rani Mahalanabis, Amita Thakur, Maitreyi Debi, Srimati Thakur, grand daughter, Nandita Kripalani, Anil Chanda, Sudhakanta Roy, Sacchidananda Roy, Biswarup Basu, Birendra Mohon Sen, Santidev Ghosh were the main ones.

Their work was to:

●Maintain charts, measure the quanity of urine ●Give medicines and feed glucose and horlicks ●Help in cleaning up urine several times.

The poet lived in Jorasanko till 17th November. At that point of time the poet used to keep his biochemic medicines handy and take them by himself. Besides this Dr. Dakshinaranjan Roy would come to visit the poet occasionally and advice him to take some nutritious diet and medicines.

On the day of Bhatriditya or brother's day the poet's only living elder sister Barnakumari came to mark a dot of sandlewood paste to her 80 year old brother's forehead. With a fair hand and thin finger she took sandle wood paste and drew a dot on her brother's forehead with trembling hands. For the last time the team of doctors noted down the daily details of the poet's illness.

Amita Tagore

Maitrayee Devi

Rani Chanda

with grand daughter Nandita Kripalani

Srimati Tagore

Rathindranath Tagore
Poet's eldest son

Prasanta Chandra Mahalanobish

when his hairs were trimmed off

Poet at Udayan

on his last birthday

Felicitated Tai-Chi-Tao at Amrakunja, Santiniketan

১৮ই নভেম্বর কবি চলে এলেন শান্তিনিকেতনে জ্বর নিত্যসঙ্গী। কবিকে শুইয়ে রাখা হল উদয়ন বাড়ির একতলায় জাপানী ঘরে। এই সময়েই তাঁর চুল কেটে ছোটো করে দেওয়া হয়।

সৃষ্টিকর্মে ছেদ পড়েনি। কোলকাতায় লিখেছেন 'রোগশয্যা'-র কবিতা, শান্তিনিকেতনে ফেরার পরদিন মুখে মুখে রচিত হয়েছে অজস্র কৌতুক ছড়া। সেই অসুস্থ অবস্থায় এঁকে চলেছেন ছবি, বলে চলেছেন গল্প-কাহিনী। পীড়িত অবস্থায় অভ্যর্থনা জানিয়েছেন বিশ্বভারতী পরিদর্শনরত চীনা শুভেচ্ছা মিশনের নেতা তাই-চি-তাও কে।

এসেছে তাঁর মর্ত্যজীবনের শেষ পৌষ উৎসব। উপাসনায় যেতে পারলেন না এই প্রথম। জীবনের ৮০ বর্ষে প্রবেশ করে কবির উপলব্ধি - **'বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি।'**

জীবনের শেষ উৎসবগুলি একে একে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গেল শেষ মাঘোৎসব, বসন্ত উৎসব, জীবনের শেষ নববর্ষ। সর্বশেষ ভাষণ দিলেন - 'সভ্যতার সংকট'। সেখানে বললেন - মানব সভ্যতার চরমবাণী - **''আজ আমার বিদায়ের দিনে ... অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে। মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই ... মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব ... মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।''**

রোগ-ক্লান্ত জীবনের শেষ জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখে কবি জানালেন -

''আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা, ...
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীবাদ।''

ওই সময়ই তাঁর আর এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ - মিস রাথবোনকে খোলা চিঠির জবাবে খোলা চিঠি। রাথবোনকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য জওহরলাল তখন জেলে। তাই প্রতিবাদীর লেখনী নিয়ে রোগজীর্ণ শরীরে তিনি রুখে দাঁড়ালেন ওই ভারত নিন্দুক বিদেশিনীর বিরুদ্ধে। এই সময়েই লিখেছেন গল্পসল্পের ভূমিকা, ছোটগল্প 'তিনসঙ্গী' ও একাধিক হাল্কা মেজাজের ছড়া। কবির শেষ ইচ্ছা প্রিয় ভাইপো অবনীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা।

on behalf of Poet, Kshitimohan Sen narrated his writings "Crisis in Civilization"

Poet 40th birthday was celebrated at Udayan, Santiniketan

when Oxford came to Visva - Bharati on August 7th 1940- just a year before poet passed away- to confer on him the degree of Doctor of Literature (Honoris Causa)

On 18th November the poet came back to Santiniketan. The poet was made lie down in the Japani room of the 'Udayan House.' He was given a hair cut during this period.

There was no break in creativity. In Kolkata he had written "Rogsajya". Many poems have been composed orally in Santiniketan on the next day after arrival. He kept on painting inspite of his frail health he was continuously telling stories. In his afflicted condition he had welcomed the Chinese Mission of Tai-chi-Tao.

Then came the last Poush Utsav of his life. He could not attend the Upasana for the first time. At the ripe age of 80 the poet realized- What little do I know about this vast universe". The last festivals of his life were being celebrated- The last Magh Utsav, Basanta Utsav, the last new year of the tormented breaking life. At last he delivered lecture on "Crisis in Civilization" where he spoke about the greatest truth of human civilization. On the last birthday of his life 25th Baisakh the poet said **"I am last amidst my birthday celebrations- I will take back the ultimate grace of my life. I will take back the blessings of the people"**. During this time he made another strong protest- he sent an open reply to Miss Rathbone in response to her open letter Rathbone was targeted mainly because Jawaharlal Nehru was in jail and he stood to protest against this criticism inspite of his frail condition. During the same time he has written "Golpo Solper bhumika", short story "Teen Sangee" and various light poems. The last wish of the poet was to organize a felicitation of his dearest nephew Abanindranath.

বিচিত্র কাজের মধ্যে নিমগ্ন থাকলেও কবির রোগের বিস্তার ঠেকানো যায়নি। এ যাবৎ চলেছে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে শুরু হল কবিরাজী চিকিৎসা। দায়িত্ব নিলেন বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। তর্কতীর্থ মশাই কবিরাজী ঔষধ খাওয়ার যেমন চার্ট করে দিয়েছিলেন তেমনি খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থাপত্র দেন। কফি, শশার রস, পেঁপে, খই-দুধ, ৬ চামচ ভাত, পোনা মাছের ঝোল দিয়ে একখানি রুটি এবং মধু দিয়ে পায়েস, চাল কুমড়োর পায়েস। মাছ মাংস বন্ধ। ব্যবস্থাপত্র ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য শান্তিনিকেতনে থেকে যান তাঁর সহকারী কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হলেন। তাঁর মন যে কিছুতেই অস্বাঘাতে সায় দেয় না।

আষাঢ় মাস পড়তেই কবি খোলা আকাশে বর্ষার রূপ দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন তখন তাঁকে উত্তরায়ণের (উদয়নের) দোতালায় নিয়ে আসা হল।

কবির মন এ্যালোপ্যাথিতে বিরূপ হলেও আশ্রমের ডাক্তার দীননাথ চট্টোপাধ্যায় রোজকার রিপোর্ট পাঠান কোলকাতায়।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৬ই জুলাই তারিখে ডঃ ইন্দুভূষণ বসু, সার্জেন ডঃ ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় ও ডঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে কবির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। দলপতি হিসাবে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় কবিকে জানালেন- যেহেতু তাঁর শরীরের সামান্য উন্নতি হয়েছে খাবার পরিমাণ বেড়েছে অতএব অপারেশন করিয়ে ফেলাই ভালো, এমনকিছু শক্ত অপারেশনও নয়, এর ফলে শরীরের সব কষ্ট, গ্লানি চলে যাবে। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কবি চুপ করে রইলেন। বিমর্ষ থাকলেন সারাদিন। ১৬ই জুলাই চৌরঙ্গী রোডের ক্যালকাটা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ এসোসিয়েশন ল্যাবরেটরি থেকে ডঃ সি.বি.বোস কবির রক্ত পরীক্ষা করলেন।

Dr. Bidhan Chandra Roy

Inspite of being involved in various activities the spread of the disease could not be arrested. Allopathic treatment has been started. Kabiraji (ayurvedic) treatment started from mid July, responsibility was taken by Bimalananda Tarkat-irtho. Bimalananda Sir had made a chart of ayurvedic medicines and also of his diet. Coffee, cucumber juice, milk and dried rice, 6 spoons of rice, one chapatti and rice porridge with honey, besides porridge with gourd. Fish and meat were stopped. To check out the arrangement Kabiraj Kamalakanta Ghosh his assistant stayed behind. Rabindranath was assured. His mind never yielded to his operation.

With the coming of the month of ashad the poet was keen to see the beauty of the open sky in the rain so he was shifted to Uttarayan the first floor of Udayan.

According to the advice of Dr. Nilratan Sarkar and Dr. Bidhan Ch. Roy a team of doctors were carrying out allopathic treatment. Though the poet was unhappy with allopathic treatment but Dinanath Chattopadhyay a resident of Santiniketan used to send daily reports to Calcutta. On 16th July Dr. Bidhan Roy, Dr. Indubhusan Basu, eminent surgeon of that period Dr. Lalit Kimar Bondopadhyay and the nephew of Nilratan Sarkar, Dr. Jyotiprakash Sarkar came to Santiniketan to examine the poet. As the leader of the team Dr. Bidhan Ch. Roy informed the poet that since his condition has improved slightly and appetite has also improved undergoing the operation will be feasible, the operation was not a complicated one and as a result all his sufferings and pain would come to an end. Inspite of his profound dislike the poet remained quiet and disheartened the whole day.

On 16th July Dr. C.B. Bose from Calcutta Clinical Research Association Laboratory, Chowringhee Road conducted a blood test on the poet.

Poet's final departure from Santiniketan Ashram on 25th July, 1941

শেষ পর্যন্ত অপারেশনের জন্য ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪৮, শুক্রবার (২৫ শে জুলাই, ১৯৪১) সত্তর বছরের স্মৃতি বিজড়িত শান্তিনিকেতনকে পিছনে ফেলে রবীন্দ্রনাথ শেষ যাত্রা করলেন কলকাতার দিকে। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। বাসের ভিতরে উঁচু আসনে স্ট্রেচারে করে কবিকে এনে বসানো হল। আশ্রমবাসী সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন -উত্তরায়ণের চত্বরে সার বেঁধে পথের দুধারে। বাসের মধ্যে কোলের উপর দু'হাত জড়ো করে নীরবে রবীন্দ্রনাথ। চোখের জল আড়াল করার অভিপ্রায়ে চোখে কালো চশমা।

গাড়ির চাকা সচল হল - বিদায় জানায় - একে একে ছাতিমতলা, সেগুন গাছ, গৌর প্রাঙ্গণ, ডাইনের চৈত্য, বাঁয়ের বেণুকুঞ্জ, দিনান্তিকা, ডাইনের খেলার মাঠ - দূরের শ্রীনিকেতন। ভুবনডাঙ্গার পথ পেরিয়ে যায় বাস।

বেলা ৩:১৫ মিনিট নাগাদ রবীন্দ্রনাথ এলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সারাদিন ট্রেনে গরমে কেটেছে - তাই খুব ক্লান্ত। যে স্ট্রেচারে আনা হয়েছিল তাতেই শুয়ে রইলেন মহর্ষি ভবনের দোতলায় 'পাথরের ঘরে'।

At last the date for the operation was scheduled to be 25th July 9th day of Srabon of Bengali month 1348. Leaving behind his memories of seventy years Rabindranath started his last journey towards Kolkata. The bus awaiting near the door. Tagore was brought on a stretcher and made to sit in the bus. Ashramites were assembled near the area of the Uttarayan on the both sides of the street. Rabindranath was sitting in the bus silently with both hands folded on his lap. He was wearing dark glasses to hide his tears. The wheels started moving slowly the chhatimtala, teak tree, gour prangon, chaitya, benukunjo, dinantika, playground and the distant Sriniketan were all bidding adieu.

The bus passed across the street of Bhubandanga. Rabindranath arrived at the house of Jorasanko approximately at 3.15 pm. The train journey in the hot weather was very tiring. He was made to lie on the stretcher in which he was brought, in the marble floored room of the Maharshi Bhavan.

জোড়াসাঁকো বাড়িতে জীবনের শেষ কয়েকদিন

২৬শে জুলাই ১৯৪১ (১০ই শ্রাবণ ১৩৪৮)

পথের ক্লান্তি কাটিয়ে কবি কিছুটা সুস্থ। হাসি ঠাট্টাও করেছেন। কবিকে দেখতে এলেন অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, চারু ভট্টাচার্য, অমিয় সেন। ৭০ বছরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাকার স্মৃতিচারণে মগ্ন ৮০ বছরের খুড়ো রবীন্দ্রনাথ। দেশবাসী অবনীন্দ্রনাথের আসন্ন জন্মোৎসব অর্ঘ্যদান করতে চায়। শিল্পগুরুর তাতে আপত্তি। কিন্তু এদিন আর রবি কাকার কথা ফেলতে পারলেন না। উৎসবের আয়োজনে সম্মত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন তিনি।

বিকেল ৪-৫০মি, ৫০ সিসি গ্লুকোজ ইনজেকশান দেওয়া হল। হঠাৎ সারা শরীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠলো ১০২.৪। আধঘন্টা কেঁপে ঘুমিয়ে পড়লেন আচ্ছন্ন অবস্থায়।

২৭শে জুলাই ১৯৪১ (১১ই শ্রাবণ ১৩৪৮)

কবির কাছাকাছি আছেন রানীচন্দ, রানী মহলানবিশ, অমিতা ঠাকুর, নন্দিতা কৃপালিনী।

রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বললেন ... কয়েক লাইন লিখে রাখ, নয়তো হারিয়ে ফেলব -

''প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি?...''

হঠাৎ শুনতে চাইলেন- ''বিপদে মোরে রক্ষা কর/ এ নহে মোর প্রার্থনা।''

রোজ ৫০ সিসি করে গ্লুকোজ ইঞ্জেকশান দেওয়া হচ্ছে কবিকে। ইতিমধ্যে স্থির হয়েছে ৩০শে জুলাই অপারেশন হবে। কবি কে তা জানানো হয়নি।

২৮শে জুলাই (১২ই শ্রাবণ ১৩৪৮)

কবির অবস্থা একই রকম, উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। কেমন যেন বিমর্ষভাব। গ্লুকোজ ইনজেকশান চলছে।

২৯শে জুলাই (১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৮)

গতকালের বিমর্ষভাব আজও। অপারেশন নিয়ে একটু চিন্তিত।

তাপ: সকাল ৬টা-৯৯.৭, ৭টা ১৫ মি.- ৯৯.৪, দুপুর ২টা ৫৫ মি.- ৯৯.৬, রাত ৮টা ৪০ মি.- ৯৯.৭।

নাড়ি: সকাল ৭টা ১৫ মি.- ১০০, বিকেল ৪টা ১০ মি.-৯৮, রাত ৮টা ৪০ মি.-১০০।

ঔষধ: সকাল ৮টা ৩০ মি সিসটোপিউরিন, ১০টা ১৫ মি.- সাইট্রোকার্ব, ১১টা ৫০মি.- ইনজেকশন, ২টা ৩০মি.- সিসটোপিউরিন ১টি বড়ি, ২টা ৫৫মি.- সাইট্রোকার্ব, ৩টা ৩৫ মি.- সবলা (সম্ভবত কবিরাজী ঔষধ), পাশে লেখা প্রস্রাবে জ্বালা। ৫টা ১৫ মি.- সোডিবাইকার্ব, প্রটসাইট্রাস, রাত ৭টা- সিসটোপিউরিন, ১১টা ১০ মি.- টনিক হয়োজেমস, ১১টা ১৫ মি.- সিসটোপিউরিন।

৩০শে জুলাই (১৪ই শ্রাবণ ১৩৪৮)

কাগজ কলম নিয়ে রাণী চন্দ পাশে এসে বসলেন। কবি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন -

''তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবন ...''

এরপর শান্তিনিকেতনে পীড়িতা পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিয়েছেন চিঠি। নীচে কাঁপা হাতে সই করেছেন -'বাবামশাই'- জীবনের শেষ স্বাক্ষর। (শেষ চিঠি)।

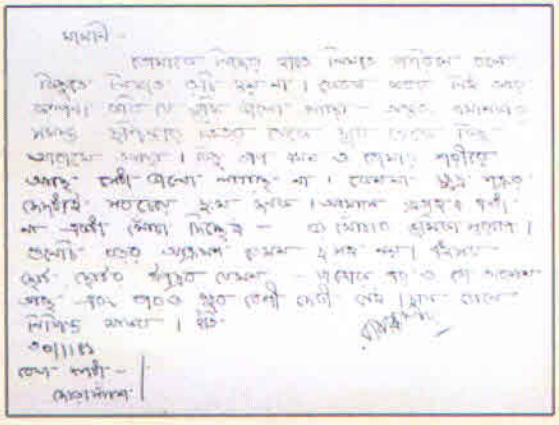

১০:৩০ - ডঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় বাইরের বারান্দায় অপারেশনের সব ব্যবস্থা করে এসে বললেন -'আজই সেরে ফেলি কি বলেন'। চমকে উঠে বললেন - 'আজই? তা বেশ এরকম হঠাৎ হওয়াই তো ভালো।''

ঠিক ১১ টায় তাঁকে স্ট্রেচারে শুইয়ে বারান্দায় এনে তোলা হল অপারেশন টেবিলে।

১১:২০ থেকে ১১:৪৫ মাত্র ২৫ মিনিটের অপারেশন। ললিত বাবুই ছুরি ধরেন। তাঁকে সাহায্য করেন ডঃ সত্যসখা মৈত্র এবং ডঃ অমিয় সেন। মাথার দিকে দাঁড়িয়েছিলেন ডঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার।

প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড নয়, শুধু ছিদ্র করে নল বসিয়ে ইউরিন বেরনোর পথ করে দেওয়াটাই ছিল এই অপারেশনের উদ্দেশ্য। যার ডাক্তারী নাম - 'সুপ্রা পিউবিক সিস্টোস্টমি।' এই অপারেশন ঠিকমত কার্যকর হলে পরবর্তীকালে করা হত এনলার্জড প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের অপারেশন।

অপারেশন শেষে দিনের অধিকাংশ সময়ই ঘুমের মধ্যে কেটেছে তাঁর। মাঝে মধ্যে বলে উঠেছেন - জ্বালা করছে, ব্যাথা করছে।

Last few days of Poet's life at Jorasanko

Abanindranath Tagore

Nil Ratan Sarkar

Bidhan Chandra Roy Photo

26th July 1941- The poet is somewhat better after overcoming the tiredness of the journey. He was bantering in a cheerful mood. Abanindranath, Samarendranath, Charu Bhattacharya and Amiya Sen came to visit the poet. The 70 year old nephew Abanindranath was engrossed in reminicencing his eighty year old uncle Rabindranath. The country men wanted to celebrate the forthcoming birthday of Abanindranath. The great artist disapproved of it but on that day he could not refuse his uncle Rabindranath. At 4:50 pm 50cc of glucose was injected to Rabindranath suddenly his hold body started shivering and his fever rose to 102.4 degree. After half an hour of shivering he felt asleep in a semi conscious condition.

27th July 1941: Rani Chanda, Rani Mahalanabis, Amita Thakur and Nandita Kripalini were close to him. Rabindranath asked Rani Chanda to write down few lines otherwise they would be lost. They were

"The first day's sun
Had asked
At the new manifestation of being
Who are you?... "

No answer came.

Suddenly the poet wanted to hear the song "Bipode more rakshya koro a nohe mor prarthona... Every day 50cc of glucose was injected to the poet. In the mean time it was decided that the operation will be scheduled on 3oth July. The poet was not informed about this.

28th July 1941- The poet's condition is the same, no sign of improvement. He is in a kind of morose mood. The glucose injection is being continued.

29th July- The same moroseness still today. Little worried regarding the operation.

30th July 1941- Rani Chanda sat down next to the poet with the paper and a pen and the poet started dictating these verse-

"Your creation's path you have covered
with a varied net of wiles,
thou Guileful One,
False belief's snare you have
laid with skilful hands
in simple lives."

10:30- Dr Lalit Bandopadhyay after making all the arrangements for the operation in the outer verandah came and said " Let us complete it today- what do you say" the poet was stunned- "Today? It is in a good way to have it done suddenly." Exactly at 11 am he was taken on a stretcher to the verandah and made to lie on the operation table.

From 11:20 to 11:45 the operation took 25 mins. The main operation was done by Dr. Lalit Bandopadhyay and was assisted by Dr. Satyasakha Maitra and Dr. Amiya Sen. Dr Jyotiprakash Sarkar was standing beside the head of Rabindranath.

It was not the prostate gland. The main purpose of the operation was to insert a tube through a hole for passage of urine. Its medical name was 'Suprapubic cystostomy'. If this operation was successful then later on the operation for enlarged prostate gland would be done. After the operation most of the time the poet was asleep but in between he said that there was a burning sensation and pain.

Charu Chandra Bhattacharya

Krishna Kripalini

৩১শে জুলাই (১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৮)

কবির শরীরে একই যন্ত্রণা। নিঃসাড় হয়ে পড়ে থেকেছেন। গায়ের তাপও উর্দ্ধমুখী।

১ আগস্ট (১৬ই শ্রাবণ ১৩৪৮)

অসাড় অবস্থা, নির্বাক। যন্ত্রণার প্রকাশ সূচক অভিব্যক্তি। হিক্কা উঠছে। চিন্তিত ডাক্তারদের নীচু গলায় পরামর্শ চলছে।

২রা আগস্ট (১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৮)

গতরাত্রি আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। 'কিরকম কষ্ট হচ্ছে আপনার?' উত্তরে কবি বলেছেন - 'এর কি কোন বর্ণনা আছে!' দুপুর থেকে আবার আচ্ছন্ন অবস্থা। সঙ্গে হিক্কা ও কাশি।

৩রা আগস্ট (১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৮)

অবস্থার অবনতি। শান্তিনিকেতন থেকে প্রতিমা দেবী, ডঃ শচীন মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ কৃপালিনী কে নিয়ে চলে এসেছেন। ঔষধ বা পথ্যি খাওয়াতে গেলেই কবির বিরক্তি - 'আর জ্বালিয়োনা তোমরা।'

৪ঠা আগস্ট (১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৮)

নতুন নতুন উপসর্গ বাড়ছে। কিডনি কাজ করছে না।

৫ই আগস্ট (২০শে শ্রাবণ, ১৩৪৮)

কারোর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না। কবি আচ্ছন্ন - অচৈতন্য। জেঁকে বসেছে ইউরোমিয়া - অপারেশনের সেলাই খুলে দিয়েছেন ললিত বাবু। সন্ধ্যের দিকে নীলরতন বাবু এলেন বিধান বাবুর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের পাশে বসে তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জানলেন উপস্থিত চিকিৎসকদের কাছ থেকে। বললেন না কিছু, কেবল কবির ডান হাতখানির উপরে হাত বোলালেন এর কিছুক্ষণ পরে বিধান রায় ও নীলরতন বাবু বেরিয়ে গেলেন মন্থর গতিতে, ক্লান্ত পদক্ষেপে। রাত্রে দেওয়া হল স্যালাইন। মজুত করা থাকল অক্সিজেন।

৬ই আগস্ট (২১শে শ্রাবণ, ১৩৪৮)

সমানে চলছে হিক্কা ও কাশি। অচৈতন্য রবীন্দ্রনাথের মাথার দিকে পূবের আকাশে দেখা গেল রাখীপূর্ণিমার চন্দ্রোদয়। রাত ১২ টায় কবির অবস্থা হয়ে উঠল আরও সংকটজনক।

31st July- The same pain continued. He was lying inert or motionless and the body temperature was rising.

1st August- Senseless, speechless the pain was evident by his expression. He was getting hiccups. The worried doctors were discussing in hushed voices.

2nd August- Earlier night he was in a drowsy state. When he was asked what kind of pain he was going through the poet replied "Is there any description for it". Since afternoon he again became drowsy with hiccups and cough.

3rd August- Tagore's condition was deteriorating. Pratima Debi brought Dr. Sachin Mukhopadhyay and Krishna Kripalini from Santiniketan. The poet was irritated if offered food or medicine and would say "Don't torture me".

4th August- New symptoms were manifested. Kidney stopped working.

5th August- Not responding to anyone the poet is drowsy unconscious. Uremia has set in very seriously. Lalit babu came and removed the stitches. In the evening Nilratan babu came with Bidhan babu. He sat down beside Rabindranath and found out about his health from the doctors present there. He didn't say anything, only caressed the right hand of the poet. After sometime Bidhan Roy and Nilratan Babu slowly left the room with tired footsteps. Saline was given at night. Oxygen was kept ready.

6th August- Continuous bouts of hiccups and cough. The full moon in the sky (of rakhi purnima) could be seen on the head side of the unconscious Rabindranath. At 12 am the poet's condition deteriorated further and became crucial.

Pratima Devi

Rani Chanda

২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বৃহস্পতিবার (৭ই আগস্ট ১৯৪১)

ভোরবেলা থেকেই জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। অগণিত আত্মীয়-বন্ধু, পরিজন- প্রিয়জন, অসংখ্য ভক্ত অনুগামীর ভিড়। পুবের আকাশ ধীরে ধীরে আলোকিত হল।

অঞ্জলি ভ'রে চাঁপা ফুল নিয়ে এলেন অমিয়া ঠাকুর। ছড়িয়ে দেওয়া হল গুরুদেবের দু'খানি পায়ের উপরে। সকাল ৭ টায় খাটের পাশে দাঁড়িয়ে উপাসনা করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কবির পায়ের কাছে বসে বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই উচ্চারণ করলেন - 'ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি।'

অমিতা ঠাকুর মুখে জল দিলেন। কবির নাড়ী ধরে বসে রইলেন ডঃ জ্যোতিষচন্দ্র রায়। চীনা অধ্যাপক তান-য়ুন-সান শুরু করলেন মালা জপ। ডঃ অমিয় সেন কবির নাড়ী অতি কষ্টে খুঁজে পেলেন কনুইয়ের কাছে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দেবার পর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। বেলা ৯ টায় দেওয়া হল অক্সিজেন। শেষবারের মতো দেখে গেলেন বিধান রায় ও ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। কানের কাছে অবিরাম পড়া হচ্ছিল তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র -'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।' খুলে দেওয়া হল অক্সিজেনের নল - ধীরে ধীরে কমে এল পায়ের উষ্ণতা। তারপর একসময়ে চিরতরে থেমে গেল হৃদয়ের স্পন্দন। ঘড়িতে তখন বাজে ১২টা ১০মিনিট।

Amita Tagore

Tan-Yun-San

Amiya Tagore

7 TH **August 1941**- Lot of people had assembled in the premises of Jorasanko since dawn, countless friends and relatives, close ones, crowd of innumerable followers and admirers. The eastern sky slowly became illuminated. Amiya Thakur brought a handful of champa flowers and offered them at the feet of Gurudeb. Ramananda Chottopadhyay was standing beside the bed and praying (or doing upasana) from 7 am. Bidhusikhar Sastri mahasai was sitting near the feet of the poet and chanting "Om pita nohasi pita no bodhi" (mantra from the upanishasd)

Amita Thakur poured water in the poet's mouth. Dr. Jyotirindranath Roy was sitting beside the poet and checking his pulse rate.

The Chinese teacher Tan-Yun-San Started counting the beads of a rosary. Dr Amiya Sen felt the poet's pulse near his elbow. After cleaning up the wound he left silently, Oxygen was started at 9am. Bidhan Roy and Lalit Bandopadhyay visited the poet for the last time. The word' Satyam Sivam Advaitam' the mystic syllables of his life were being enchanted continuously near his ears. Oxygen tubes were taken off- gradually his legs became cold. His heart beat stopped for ever. It was then 12:10 pm in the clock.

"When the whole of Kolkata thronged at Jorasanko"

বাইরে তখন জনসমুদ্র - সারা কলকাতা যেন ভেঙে পড়েছে জোড়াসাঁকোয়- চিৎপুর রোডে। মহাপ্রয়াণের খবর বেতারে ছড়িয়ে পড়া মাত্র শহরের নানা প্রান্ত থেকে আসছে শোক মিছিল - বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্রীরা সারিবদ্ধ হয়ে নিবেদন করতে এসেছে শেষ শ্রদ্ধা। অধৈর্য্য জনতার কোলাহল বেড়েই চলেছে। তারা কবির শেষ দর্শন লাভের জন্য উন্মুখ। ঘরের মধ্যে তখন শুরু হয়েছে অন্তিম যাত্রার প্রস্তুতি।

গুরুদেবের প্রাণহীন অচৈতন্য দেহকে স্নান করিয়ে পরানো হয়েছে রাজবেশ। কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, পাট-করা চাদর গলার নীচ থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো, কপালে চন্দন, গলায় গোড়ে মালা, দুপাশে রাশি রাশি শ্বেতকমল রজনীগন্ধা। বুকের উপরে রাখা হাতের মাঝে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি পদ্মকোরক - দেখে মনে হয়েছে যেন রাজবেশে রাজা ঘুমচ্ছেন রাজশয্যায়। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথকে সাজিয়ে তাঁকে শোয়ানো হয়েছে শেষ যাত্রার জন্য নির্মিত পালঙ্কে। যেখানে সেদিন সকালে মিস্ত্রী দিয়ে নকশা এঁকে দিয়েছিলেন নন্দলাল বসু।

"Last journey of Rabindranath" Artist: Abanindranath Tagore

There was a sea of people outside. It seemed that the whole of Kolkata was assembled on Jorasanko Chitpore road. As soon as the news of the journey to heaven was spread in the radio mourning processions started arriving from different areas. Girls students from schools and colleges came in groups to offer their last respect. The impatient people were creating a chaos. They were eager to get a last darshan of the poet. Preparations had then begun in the room for the last journey. The lifeless body of Gurudev was bathed and he was made to wear royal clothes. A kurta or Punjabi made of silk, a sheet or chadar was covered on his body, from his neck till his feet, sandalwood paste was applied on his forehead, a thick garland around his neck. Lots of white lotus flowers and rajanigandha flowers were placed on both his sides. In between his hands that were folded on his chest, a lotus bud was kept. It seemed as if the king was sleeping on his royal bed with his royal attire. In this manner the poet was made to lie down on his specially made cot which was designed based on a drawing by Nandalal Bose with the help of a carpenter.

শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্

কবি প্রয়াণের দশ দিন পর শাস্ত্রবিধি অনুসারে কবির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায়। দিনটি ছিল ৩২ শ্রাবণ, ১৩৪৮, রবিবার। ইংরেজী ১৭ অগস্ট, ১৯৪১।

''যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মনে
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।''

('স্মরণ', সেঁজুতি)

After 10 days the last rite ceremony of the poet was performed at Chatimtala at Santiniketan. The day was 32nd Srabon 1348, Sunday (17th August 1941).

When death comes and whispers to me
"Thy days are ended",
Let me say to him, "I have lived in love and not in mere time."
He will ask "Will thy songs remain?"
I shall say "I know not, but this I know
that often when I sang I found my eternity."

---Rabindranath Tagore